১০৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR. 9 1999
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৭

ঢাকার অফিস ভবনের বৃক্ষসজ্জা

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : শেষ বসন্তের দাবদাহ শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের খরস্পর্শে। পলাশ প্রায় শেষ হয়ে এলো। শিমুলও যাই যাই করছে। ঢাকা শহরে রমনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কম-বেশি ৫/৭টি, কার্জন হলের উত্তরে একটি, এলজিইডি ভবনে একটি এবং ধানমন্ডি এলাকায় দু'একটি পলাশ গাছ আছে। সারা বাংলার গ্রামে পলাশ দেখা যায়। পলাশকে কোথাও কোথাও ধক, ধাক বা ঢাক বলে। এক সময় ঢাকায় পলাশের প্রাচুর্য ছিল। '৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বেশ কিছু গাছ ছিল। প্রাচীনকালে ঢাক থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

পলাশের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ প্রাচীনকাল থেকে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক অফিস চত্বরকে শোভন করার জন্য একটি গাছ রোপণ করেন। ঢাকায় সরকারি অফিসগুলোতে না বুঝে এবং অপরিকল্পিতভাবে পাম, ক্রিসমাস বৃক্ষ, থুজা ইত্যাদি রোয়া হয়। অথচ পলাশ, নারকেল, সুপারি, হিমঝুরি, চাঁপা, আকরকণ্ঠ, দেবদারু, এমনকি চালতা, নিম, তমাল, পারুল যে দুর্লভ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে তা তারা জানে না। মাধবী, মালতী, জুঁই, চামেলি, ঝুমকো, নীলমণি লতার ঝাড় যে থুজা থেকে অনেক সুন্দর এবং ফুলপ্রদায়ী তাও তারা ভুলে যায়।

একটিমাত্র পলাশ গাছ এলজিইডি ভবনকে কতোখানি সুন্দর করেছে তা না দেখলে বোঝানো অসম্ভব। একটিমাত্র শিউলি সারা বছর একটি অফিসকে ফুল দিতে পারে। শুধু শরৎ নয় সংবৎসর ফুল দেওয়া শিউলি আছে জেনে রাখুন। চামেলী হাউজের (পূর্বতন চামেরী হাউজ) সুদৃশ্য ভবনে চামেলির ঝাড় আছে। নগর ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণের আকরকণ্ঠ গাছের পাতাহীন গাছে এখন ফুল আসতে শুরু করেছে। বাংলা একাডেমী ও আণবিক শক্তি কমিশন অফিসের সামনে ফুটপাতের সঙ্গে দুটি আকরকণ্ঠে ফুল আসতে শুরু করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে প্রবেশের মুখে একটি দুর্লভ হিমঝুরি গাছ আছে। শিশু একাডেমীর বাগানে তমাল, পারুল, নীলমণিলতা, ঝুমকো, জুঁই ও মালতীর ঝাড় আছে। কার্জন হলের সামনে আছে সুদৃশ্য গাছপালা। জাতীয় জাদুঘরের সামনের চত্বর সুদৃশ্য হচ্ছে।

কিন্তু নগর ভবনের সামনে কেন যে পাম ও থুজা গাছ রুয়ে অশালীন ও অপরিকল্পিত বাগান করা হলো তা বোঝা মুশকিল। শিল্পকলার চারদিকে আছে কদমের ঘেরা। জাতীয় সম্প্রচার ভবনের চত্বরেও পরিকল্পিত বাগান নেই। এসব বাগান হতে পারতো বাংলার দুর্লভ গাছপালায় ভরা। কুর্চি, বিভিন্ন রঙের গুলাচ, সোনালু, পারুল, অশোক, নাগকেশর, কৃষ্ণচূড়া, জারুল, ছাতিম প্রভৃতি দুর্লভ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা কেন ভাববো না আমরা? এমনকি একটি বড় কেয়া গাছও একটি প্রাঙ্গণকে সৌন্দর্যে ভরে দিতে পারে। ফার্মগেটের কৃষি অফিসের একটি বড় কেয়া ঝাড় শেষ করে দিয়েছে হন্তারকরা। ঢাকা নগরীর পুকুরগুলো ভরাট করে সরকারি ভবন তৈরির মতো ক্ষমাহীন অপরাধ এদেশেই করা সম্ভব। এজন্য ঢাকা শহরে আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেডের পানি সংগ্রহ এখন সুকঠিন; এজন্য ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ক্ষুব্ধ জনতার মারের মুখে পড়ে।

কবে আমাদের প্রিয় ঢাকা নগরী ও তার অফিসগুলো দক্ষ প্রকৃতিবিদের পরিকল্পনার আওতায় পড়বে? রাস্তার সড়কদ্বীপে অপরিকল্পিত গাছ রোয়া কখন বন্ধ হবে কে জানে!